মেহেরপুরে বিভিন্ন মামলার ১৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলা ১৩ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে নিয়মিত মামলার ৪ আসামি, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ৩ জন ও সিআর মামলার ৬ জন আসামি রয়েছে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলায় ২ জন, নিয়মিত মামলার ১ জন, সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৪ জন, সিআর মামলায় ১ জন ও নিয়মিত মামলায় ৪ জন এবং মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলার ২ জন গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (৫ আগষ্ট) সকাল থেকে আজ শনিবার (৬ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে গত ২ ঘন্টায় মেহেরপুর সদর থানায় ৩ টি ও গাংনী থানায় একটি মামলা এফআইআর করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক ইউনিট এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শানিবার (৬ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় নির্মিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম

কুষ্টিয়ায় নির্মিত হচ্ছে খুলনা বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক মানের শেখ কামাল স্টেডিয়াম।

১৩ একর জায়গা নিয়ে প্রায় ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে এই স্টেডিয়ামটি।

এরই মধ্যে স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ২০২৩ সালে স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন করার কথা রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণ শেষ হলে দীর্ঘদিনের ঝিমিয়ে পড়া কুষ্টিয়া জেলার ক্রীড়াঙ্গণ আবারো প্রাণ ফিরে পাবে।

দেশের ক্রীড়াঙ্গণে কুষ্টিয়া জেলার অসামান্য অবদান রয়েছে। এই মাঠ থেকেই উঠে এসেছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন, মোহাম্মদ মিথুন, এনামুল হক, বিজয়দের মতো তারকা সব খেলোয়াড়। ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবলেও আকরাম, আশরাফুলের মতো তারকা খেলোয়াড়দের জন্ম এই কুষ্টিয়া জেলায়।

কিন্তু ভালো মানের স্টেডিয়ামসহ নানা সংকটের কারণে দীর্ঘদিন ধরে জেলার ক্রীড়াঙ্গণ যেনো অনেকটায় ঝিমিয়ে পড়েছে। তবে দেরিতে হলেও কুষ্টিয়ায় নির্মিত হচ্ছে শেখ কামাল স্টেডিয়াম। পুরনো স্টেডিয়াম ভেঙে প্রায় ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সেখানে নির্মিত হচ্ছে আধুনিক মানের আন্তর্জাতিক এই স্টেডিয়ামটি।

কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী জানান, নতুন এই স্টেডিয়ামে ক্রিকেট এবং ফুটবল দুটি খেলাই যাতে অনুষ্ঠিত হতে পারে সেভাবেই নকশা তৈরি করা হয়েছে। ক্রিকেট পিচের পাশেই থাকবে পুরোপুরি একটি ফুটবল মাঠ। জিমনেশিয়াম, সুইমিং পুল, খেলোয়াড়দের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা, আধুনিক গ্যালারি, প্রেস বক্স, সম্প্রচার পিসিআর, প্রেসিডেন্স এরিয়াসহ আন্তর্জাতিক ভ্যেনুর সকল সুযোগ-সুবিধাই থাকবে এই স্টেডিয়ামে।

আন্তর্জাতিক মানের এই স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ায় খুশি জেলার ক্রীড়াঙ্গনের সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়রাও। তারা দ্রুত এই স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার দাবি জানান।

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের নির্বাচক কুষ্টিয়ার কৃতি সন্তান হাবিবুল বাশার সুমনের কণ্ঠেও উচ্ছ্বাসের সুর।

তিনি জানান, শেখ কামাল স্টেডিয়ামটি হবে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম।

আমরা এখানে বসেই আন্তর্জাতিকমানের খেলা দেখার সুযোগ পাবো। এটি কুষ্টিয়াবাসীর জন্য একটি বড় অর্জন বলে তিনি মনে করেন।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি জানিয়েছেন, বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত শেখ কামাল। তার নামেই নামকরণ করা হয়েছে এই স্টেডিয়ামটি। এটি নির্মাণ সম্পন্ন হলে কুষ্টিয়ার ক্রীড়াঙ্গনে এক নবদিগন্তের সূচনা হবে।

রাত সাড়ে ১০ টায় ফিলিং স্টেশনগুলো বন্ধ, দীর্ঘ লাইন

সরকারি ঘোষণা রাত ১২ টা থাকলেও সেহেরপুরের অধিকাংশ কেল পাম্পগুলোতে রাত ১১ টা কোথাও কোথাও সাড়ে ১০ টা পর্যন্ত জ্বালানী তেল দিয়ে বন্ধ রাখার অভিযো পাওয়া গেছে।

রাত ১২ টার পর জ্বালানী তেলের দাম বাড়ার খবরে মূহূর্তেই পেট্রোল পাম্পগুলোতে শত শত মোটরসাইকেল, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট জড়ো হয়। তেলের জন্য শুরু হয় হাহাকার। তবে তেল পাম্পগুলোতে রাত সাড়ে ১০ টার দিকে বন্ধ করে দেওয়ায় মোটরসাইকেল মালিকরা উর্দ্ধোশ্বাসে দৌড়াতে থাকে এক পাম্প থেকে অন্য পাম্পে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনীর মালশাদহ হোসেন ফিলিং স্টেশনটি রাত ১১ টার দিকে বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ করেন ক্রেতারা।

গাংনীর সিনেমা হলপাড়া এলাকার আরোজ আলী ও এনায়েত হোসেন বলেন, আমি রাত সাড়ে ১০ থেকে রাত সাড়ে ১২ টা প্রায় দুই ঘন্টা দাড়িয়ে থেকে পেট্রোল পেয়েছি।

মালশাদ গ্রামের গোলাম কাউছার সবুজ আহম্মেদ বলেন রাত ১০ টার দিকে টেলিভিশন, অনলাইনে ও ফেইসবুকে সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর খবর ছড়িয়ে পড়ে। মূহূর্তে কয়েক হাজার মোটরসাইকেল এসে জড়ো হয় হোসেন ফিলিং স্টেশনে। সামান্য আধা ঘন্টা তেল দিয়েই বন্ধ

করে দেন কর্তৃপক্ষ।

তবে জেলায় তু একটি ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি তেল দেওয়া হলেও অধিকাংশই বন্ধ রাখার অভিযোগ উঠেছে। অনেকেই পেট্রোল না পেয়ে অকটেন কিনে নিতে দেখা গেছে।

বাঁশবাড়িয়ার মেসার্স গাংনী ফিলিং স্টেশনের মালিক অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম বলেন, হঠাৎ মোটরসাইকেলআরোহীদের উপচে পড়া ভিড় সামাল দিতে হিমসিম খাওয়ায় ভোক্তা কিছুটা সমস্যায় পড়ছেন।

বাঁশবাড়িয়া গ্রামের সানারুল ইসলাম ও ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আজকের দিনে জ্বালানি তেলের দাম বাড়বে অনেকেই জানতো না। আমি ১৫ শ টাকার তেল কিনে নিয়েছি।

মেহেরপুর মেসার্স নুর ফিলিং স্টেশনে তেল নিতে আসা আব্দুর রহমান, হাসানুজ্জামান, শরিয়তুল্লাহ বলেন, জানতামনা জ্বালানী তেলের দাম বেড়েছে। অন্যদিনের মত মোটরসাইকেলে তেল নিতে এসে দেখি ফিলিং স্টেশনে উপচে পড়া ভিড়। তেলের দাবিতে মানুষের আকুল আবেদন দেখে মনে হলো দেশে তেলের জন্য হাহাকার হয়ে পড়েছে।

মফিজুল ইসলাম বলেন, সরকার হুট করে লিটারে প্রায় ৪১ টাকা বাড়িয়েছে। স্বরণকালের মধ্যে এটাই বড় ধরনের দাম বাড়ানো। এটা উচিৎ হয়নি। সরকারের উচিৎ বিষয়টি ভেবে দেখা।

প্রাইভেট চালক রতন আলী বলেন, জ্বালানী দাম বাড়লো এক লাফেই প্রায় ৪০ টাকা এবার ভাড়া বাড়বে।
মেহেরপুর শহরের কামরুল ফিলিং স্টেশন, মেহেরপুর ফিলিং স্টেশন, বামন্দী ফিলিং স্টেশন, কিবরিয়া ফিলিং স্টেশন, মুজিবনগর ফিলিং স্টেশনসহ বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনগুলোতে পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের জন্য মানুষকে হাহাকার করতে দেখা গেছে।

জেলার বিভিন্ন এলাকায় খবর নিয়ে জানা গেছে, কোনো কোনো ফিলিং স্টেশনে আবার রাত ১০টার পর থেকে ২০০, টাকা, কোথায় ৫ শ টাকার বেশি তেল দেওয়া হচ্ছে না। আবার কিছু এলাকায় ফিলিং স্টেশন বন্ধ রেখে কর্মচারী ও মালিক লাপাত্তা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববাজারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে দেশের বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। বাড়ানোর পর ভোক্তা পর্যায়ে লিটার প্রতি ডিজেল ১১৪ টাকা, কেরোসিন ১১৪ টাকা, অকটেন ১৩৫ টাকা এবং

পেট্রোলের দাম ১৩০ টাকা নির্ধারণ করেছে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

বঙ্গবন্ধুই আমাদের দেশ দিয়েছেন, পরিচয় দিয়েছেন

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি সাড়ে বারোটা বছর অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন। জুলুম নির্যাতন সহ্য করে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনিই আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন। আমাদের নিজের কোন দেশ ছিল না, নিজেদের ঠিকানা ছিল না, নিজেদের পরিচয় ছিল না, বঙ্গবন্ধুই আমাদের দেশ দিয়েছেন, ঠিকানা দিয়েছেন, পরিচয় দিয়েছেন।

কিন্তু জাতির কিছু কুলাঙ্গার ষড়যন্ত্রকারী ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। আগস্ট মাসের সেই শোককে শক্তিতে পরিণত করে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে এই সরকারকে আবার ক্ষমতায় আনতে হবে।

শুক্রবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স অডিটরিয়ামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এঁর ৭৩তম জন্মবার্ষিকীতে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতার সভাপতিত্বে এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি বক্তব্যে এসব কথা বলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে সু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শেখ হাসিনা ছিল বলেই মুজিবনগর হয়েছে। শেখ হাসিনা আছে বলেই আমাদের স্বাধীনতা সড়ক হচ্ছে, আমাদের চেকপোস্ট হচ্ছে, স্থলবন্দর হচ্ছে, রেল সংযোগ হচ্ছে, মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে, নদী খনন হচ্ছে, আবহাওয়া স্টেশন হচ্ছে, শেখ হাসিনা না থাকলে এইসব আমরা পেতাম না।

শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী হয়েছে বলেই মুজিবনগরে টেকনিক্যাল স্কুল হয়েছে, সুন্দর একটি হাসপাতাল হয়েছে, ফায়ার ব্রিগেডের অফিস হয়েছে।মুজিবনগরে স্কুল কলেজের বড় বড় বিল্ডিং হয়েছে, কৃষকের রাস্তা হয়েছে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়েছে বলে মুজিবনগর উপজেলা হয়েছে।

কিন্তু জামাত-বিএনপি স্বচক্ষে দেখার পরও তারা এটা মানতে চায় না। যুদ্ধাপরাধী সংগঠন জামাত ইসলামী যেখানে আছে সেখানে মুসলমানদের শত্রুর অভাব নেই। তিনি বলেন বিএনপি একটি নাম সর্বস্ব সংগঠন। এই শোকের মাসে বিদ্যুৎ নিয়ে তারা দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করছে। বিএনপি’র আগস্ট মাসের এই আস্ফালন বলে দেয় ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সহ সকল হত্যাকাণ্ডের পিছনে তারাই দায়ী ।তাদের কোন আস্ফালনেই দেশের জনগণ রাস্তায় নামেনি কারণ তারা বক্তব্য সর্বস্ব দল।

দেশে বর্তমান বিদ্যুতের লোডশেডিং নিয়ে তিনি বলেন, রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ঘাটতির ফলে খোদ ইউরোপেই বিদ্যুতের সংকট রয়েছে যার ফলে আমরাও বিদ্যুতের ব্যবহার কমিয়ে নিয়ে এসেছি। তবে এ সংকট অস্থায়ী অচিরেই এই সমস্যার সমাধান করা হবে।

মুজিবনগরে শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩ তম জন্মবার্ষিকীর উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে আরো উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক এড: ইব্রাহিম শাহীন, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু, সম্পাদক নজরুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান বল্টু, জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা রুত শোভা মন্ডল, মোনাখালি ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান দারিয়াপুর চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমান রবি, মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা

খাতুন, সম্পাদক তহমিনা খাতুন, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজীব, সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিক, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি মতিউর রহমান মতিন, সাধারণ সম্পাদক আরিফ শাহ, শ্রমিক লীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা তাঁতী লীগের সভাপতি আব্দুল খালেক, ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন লাভলু, সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব সহ উপজেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, কৃষকলীগ যুব মহিলা লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ, তাঁতী লীগ সহ অঙ্গ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীবৃন্দ।

সভাপতি রঞ্জু, সাধারণ সম্পাদক আকরাম

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্ট্রেয়ারিং সমবায় সমিতির কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেল ৪ টার দিকে আলমডাঙ্গা বধ্যভূমি প্রাঙ্গণে এ কমিটি গঠন করা হয়।

উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ২১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে হাবিবুর রহমান রঞ্জু সভাপতি ও আকরাম হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়। এছাড়াও ক্যাশিয়ার মোফাজ উদ্দীন ও রুস্তম নির্বাচিত হয়।

কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুমারী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টু।

এসময় উপস্থিত হাফিজুল, ওয়াজেদ, জুয়েল, লিটন, কলম, আজিম, আশাদুল, আহমেদ, জিহাদ, রায়হান, নাসির, শান্ত, কালাম, ওহাজ প্রমূখ।

৬ আগষ্ট থেকে ডিজেল ও কেরোসিন ১১৪টাকা, অকটেন ১৩৫, পেট্রল ১৩০ টাকা লিটার

ডিজেল ও কেরোসিনের দাম লিটারে ৩৪ টাকা বেড়ে হয়েছে ১১৪ টাকা। যা আগে ছিল প্রতি লিটারের দাম ৮০ টাকা। আজ রাত ১২টার পর থেকে নতুন এ দাম কার্যকর হবে। এছাড়া অকটেন ১৩৫ টাকা/ লিটার ও পেট্রল ১৩০ টাকা/ লিটার হবে।

আজ শুক্রবার রাতে জ্বালানি বিভাগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈশ্বিক বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি হওয়ার কারণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ই আর এল)-এ পরিশোধিত এবং আমদানি/ক্রয়কৃত ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও পেট্রলের মূল্য সমন্বয় করে ভোক্তা পর্যায় নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো।

আজ শুক্রবার (৫ আগস্ট) রাত ১২টার পর থেকে ডিপোর ৪০ কিলোমিটারের ভেতর ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা মূল্য ডিজেল ১১৪ টাকা/ লিটার, কেরোসিন ১১৪ টাকা/ লিটার, অকটেন ১৩৫ টাকা/ লিটার ও পেট্রল ১৩০ টাকা/ লিটার হবে।

প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, জনবান্ধব আওয়ামী লীগ সরকার সব সময় আমজনতার স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। যতদিন সম্ভব ছিল ততদিন সরকার জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির চিন্তা করে নাই। অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেকটা নিরুপায় হয়েই কিছুটা অ্যাডজাস্টমেন্টে যেতে হচ্ছে। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে সরকার জ্বালানি তেলের মূল্য কমিয়ে দিয়েছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সে অনুযায়ী জ্বালানি তেলের মূল্য পুনঃবিবেচনা করা হবে।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের উর্ধ্বগতির কারণে পার্শ্ববর্তী দেশ সহ বিভিন্ন দেশে নিয়মিত তেলের মূল্য সমন্বয় করে থাকে। ভারত গত ২২ মে থেকে কলকাতায় ডিজেলের মূল্য প্রতি লিটার ৯২.৭৬ রুপি এবং

পেট্রল লিটার প্রতি ১০৬.০৩ রুপি নির্ধারণ করেছে যা অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। এই মূল্য বাংলাদেশি টাকায় যথাক্রমে ১১৪.০৯ টাকা এবং ১৩০.৪২ টাকা। (১ রুপি = গড় ১.২৩ টাকা)। অর্থাৎ বাংলাদেশে কলকাতার তুলনায় ডিজেলের মূল্য লিটার প্রতি ৩৪.০৯ এবং পেট্রল লিটার প্রতি ৪৪.৪২ টাকা কমে বিক্রয় হচ্ছিল। মূল্য কম থাকায় তেল পাচার হওয়ার আশঙ্কা থেকেও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সময়ের দাবি।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিগত ছয় মাসে (ফেব্রুয়ারি ২২ থেকে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত) জ্বালানি তেল বিক্রয়ে (সকল পণ্য) ৮০১৪.৫১ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। বর্তমানে, আন্তর্জাতিক তেলের বাজার পরিস্থিতির কারণে বিপিসির আমদানি কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখাতে যৌক্তিক মূল্য সমন্বয় অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

দামুড়হুদায় শেখ কামালের জন্মদিন উদযাপন

দামুড়হুদায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজবিুর রহমানরে জ্যষ্ঠে পুত্র, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতকি ব্যক্তিত্ব শেখ কামালরে ৭৪ তম জন্মদিন উদযাপন করা হয়ছে।

শুক্রবার সকাল সাড় ১০টায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমশিনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ’র সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আছির উদ্দীন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দর্শনা থানার ওসি এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর সহ

সরকারী, বে-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ। অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের ইমাম মাও. আশরাফুল আলম।

দর্শনায় দুদিনব্যাপি এপার বাংলা ওপার বাংলার ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে ইন্দো-বাংলা ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার দর্শনা ডাকবাংলা চত্বর ও দর্শনা পৌর অডিটোরিয়াম হল রুমে দু’দিন ব্যাপি ভারতীয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তাদের মাধ্যমে ফ্রি চিকিৎসার আয়োজন করা হয়েছে। এদিন বিকেলে দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মো: আলী আজগার টগর বলেন, জাতির জনকের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোকের মাসে প্রতিবছর আমার নির্বাচনী এলাকার দুঃস্থ, গরিব ও বয়স্ক নারী- পুরুষদের জন্য ফ্রি চিকিৎসার ব্যাবস্থা করে থাকি।

গত দুই বছর মহামারী করোনার কারণে আমি এই আয়োজন করতে পারেনি। আগামী দিনগুলোতে আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে প্রতি বছর এ ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখব।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ভারতের কলকাতা বিশেষায়িত রুবি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ মেডিক্যাল টিমের প্রধান ডাঃ অরিন্দম সামান্তা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বিশ্ব নেতাদের মধ্যে অন্যতম একজন নেতা। তিনি বাঙালি জাতির পিতা। তার স্মরণে বাংলাদেশে সাধারণ গরীব দুঃখী মানুষের চিকিৎসা সেবা করতে আসতে পারবো ভাবতেই পারিনি। এ

জন্য স্হানীয় সংসদ সদস্য জনাব মো আলি আজগার টগর মহাদ্বয়কে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ।

চুয়াডাঙা জেলা প্রশাসক মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, সিভিল সার্জন সাজ্জাদ হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি সম্পাদক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তৃব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান শেষে জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিদায়ী পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের হাতে সম্নানা ক্রেষ্ট তুলে দেন এমপি আলী আজগার টগর।

এ ছাড়াও রুবি হাসপাতালের ডাক্তারদের হাতেও ক্রেষ্ট তুলে দিয়ে বক্তব্য শেষে আগত রোগিদের চিকিৎসা সেবা শুরু হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ।

মুজিবনগরে শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী পালন

মুজিবনগরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, আবাহনী ক্রীড়াচক্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর ৭৩তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে ।

এ উপলক্ষে শুক্রবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে স্থাপিত বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, মুজিবনগর থানা ইনচার্জ মেহেদী রাসেল, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা বৃন্ধ, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব

হোসেন, উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজীব, সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিক এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

পরে উপজেলা পরিষদ হল রুমে উপজেলা পরিষদের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে এবং উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রবের সঞ্চালনায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জীবনের উপরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা যুব উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে শিক্ষার্থী ও যুবক যুবতীদের মাঝে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

মহেশপুরে গোসল করতে নেমে দুই বন্ধুর মৃত্যু

পানিতে ডুবে ঝিনাইদহের মহেশপুরে জিম (১৪) ও সাব্বির (১০) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বিকালে মহেশপুর দমকল বাহিনীর সদস্যরা স্থানীয় কপোতাক্ষ নদ থেকে দুই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে।

শিশু জিম মহেশপুর শহরের হাসপাতাল পাড়ার ফারুক হোসেনের ছেলে। অন্যদিকে সাব্বির হোসেন একই পাড়ার রহমত আলীর ছেলে।

মহেশপুর দমকল বাহিনীর স্টেশন অফিসার আব্দুস সোবাহান হাওলাদার জানান, শুক্রবার দুপুরে জিম ও সাব্বির মহেশপুরের কপোতাক্ষ নদে গোসল করতে নামে। গোসলে নেমে তারা ছোট্র একটি ডিঙ্গি নৌকায় চড়তে যায়। নৌকাটি উল্টে তাদের গায়ের উপর পড়ে।

তিনি আরো জানান, এ সময় সঙ্গে থাকা আরেক শিশু বাড়িতে এসে জানালে আত্মীয় স্বজনরা কপোতাক্ষ নদে খোঁজ করতে থাকে। খবর পেয়ে বিকাল ৩টার দিকে মহেশপুর দমকল বাহিনীর সদস্যরা নদের পাড়ে শিশুদের সেন্ডেল দেখে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে জিম ও সাব্বিরের মৃতদেহ একটি ডিঙ্গি নৌকার নিচে চাপা পড়া অবস্থায়

উদ্ধার করে।

এদিকে মহেশপুর হাসপাতাল পাড়ার দুই শিশুর এক সঙ্গে মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জিম ও সাব্বিরের স্বজনরা শোকে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাদের সহপাঠীরাও ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।

মহেশপুর থানার ওসি সেলিম মিয়া জানান, পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যুর খবর পেয়েছি। কিভাবে শিশু দুইটির সলিল সমাধি ঘটলো তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।